ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ
তথ্য ,সংস্কৃতি ও পর্যটন
খুমুলুঙ ,পশ্চিম ত্রিপুরা ।

==================================

এডিসি।স-২৩২

এডিসির উদ্যোগে মান্দাই এ সাংস্কৃতিক কর্মশালা সম্পন্ন খুমুলুঙ,৩০।৩।১০

গতকাল সদরের মান্দাই হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল প্রাঙ্গঁণে এডিসির তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে ১০ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে । সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এডিসির তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীরাধাচরণ দেববর্মা বলেন উন্নত সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লেখা পড়ার পাশাপাশি খেলাধূলা ও সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম । সেজন্য আগামী প্রজন্মদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ করে তোলার লক্ষ্যে এডিসির উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক কর্মশালা সংগঠিত করা হচ্ছে ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতি রাবিয়া খাতুন , শ্রীবিমল দেববর্মা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন মান্দাই হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী বিলোনী দেববর্মা । স্বাগত ভাষণ রাখেন মান্দাই হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী গীতা দেববর্মা । পরিশেষে কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে এডিসির পক্ষ থেকে বাদ্যযন্ত্র তুলে দেন এডিসির

এদিকে গতকাল কাঠিরাম ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত জীবন সর্দার স্কুলে অনুরূপ কর্মশালা সম্পন্ন হয় । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডিসির তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীরাধাচরণ দেববর্মা ,এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীবুধুরায় দেববর্মা ,টি এস আর প্রথম ব্যাটালিয়নের এসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট সিদ্দু সুভার ঘাঘরা প্রমুখ । সভাপতিত্ব করেন কাথিরাম ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীবিশু কুমার দেববর্মা ।

খুমুলুঙে মিউজিয়াম কাম হেরিটেজ সেন্টারের দ্বারোদঘাটন এডিসি।স-২৩৩ খুমুলুঙ,৩০।৩।১০

আজ এডিসির সদর দপ্তর খুমুলুঙে বহু প্রতীক্ষিত নব নির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট মিউজিয়াম কাম হেরিটেজ সেন্টারের দ্বারোদঘাটন করা হয় । ফলক উন্মোচন করে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয়ে নব নির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট এই মিউজিয়ামের দ্বারোদঘাটন করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীঅঘোর দেববর্মা । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাহী সদস্য শ্রীরণজিৎ দেববর্মা । সন্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম ডি সি শ্রীধনঞ্জয় দেববর্মা । বিশেস অতিথি হিসেবে ছিলেন এডিসির মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক শ্রীকুমার আলোক । সভাপতিত্ব করেন এডিসির তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীরাধাচরণ দেববর্মা । স্বাগত ভাষণ রাখেন তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের প্রধান আধিকারিক শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা ।

পৃ-২

দ্বিতল বিশিষ্ট মিউজিয়ামে রয়েছে ৫টি বড় কক্ষ সহ মোট ২০টি কক্ষ রয়েছে । নিজ তলায় একটি কক্ষে থাকবে ১৯টি উপজাতি আদিম জাতি সম্প্রদায়ের মানব মূর্তি । অপর দিকে ১৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠীদের বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র । দ্বিতলের একদিকে রয়েছে দৈনন্দিন ব্যবহৃত নিজস্ব তৈরী বাঁশের সামগ্রী । অপর দিকে উপজাতিদের চিরাচরিত পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার এবং বুক মিউজিয়াম । উল্লেখ্য এই মিউজিয়ামের জন্য ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর থেকে কাজ শুরু হয়েছিল ।

উদ্বোধনী ভাষণে ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীঅঘোর দেববর্মা বলেন রাজ্যের উপজাতিদের লুপ্ত প্রায় কৃষ্টি সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে এই মিউজিয়াম করার মুখ্য উদ্দেশ্য। এরফলে যারা গবেষণা কাজে কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে । তিনি জানান আগরতলায় ও এধরনের মিউজিয়াম রয়েছে । বংশ পরম্পরায় হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতিকে দেখেই আমাদের সমাজ গঠণ হয়েছিল । সাধারণ মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করে এগুচ্ছে । এই কাজকে অব্যাহত রাখতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে শ্রীদেববর্মা আহ্বান রাখেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্য নির্বাহী সদস্য শ্রীরণজিৎ দেববর্মা বলেন এই মিউজিয়ামের ফলে আগামী দিনের প্রজন্মরা রাজ্যের চিরাচরিত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে । একে কেন্দ্র করে উন্নত জাতিদের মত উন্নতি হতে আহায়ক হবে বলে তিনি মনে করেন । তিনি জানান ১৯৭৮ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে উপজাতিদের শিক্ষা সহ সামগ্রিক ভাবে উন্নয়ন হচ্ছে । সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নতি হয়েছে । কিছু সংখ্যক লোক রাজনৈতিক চরিতার্থ করার জন্য এডিসি সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন । যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান রাখেন ।

সভাপতির ভাষণে তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীরাধাচরণ দেববর্মা বলেন রাজ্যের মানব সম্পদকে উন্নয়ন করতে এডিসি ও রাজ্য সরকারের প্রয়াস অব্যাহত । তিনি জানান ককবরক ভাষা স্কুল কলেজে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে । খুমুলুঙস্থিত ত্রিপুরা ফক মিউজিয়াম কলেজে নিজস্ব লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে পড়াশুনা করতে পারবে । তিনি জানান উপজাতিদের সমস্ত রকমের বই বুক মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা হবে । এছাড়া ৪০ বছর আগের জাদুনীকে অডিও ক্যাসেট করে সংরক্ষণ করা হবে বলে শ্রীদেববর্মা জানান ।